বুবু-শুবু

ফাহাদ ইবনে ইলিয়াস

ATFAAL
by sondipon

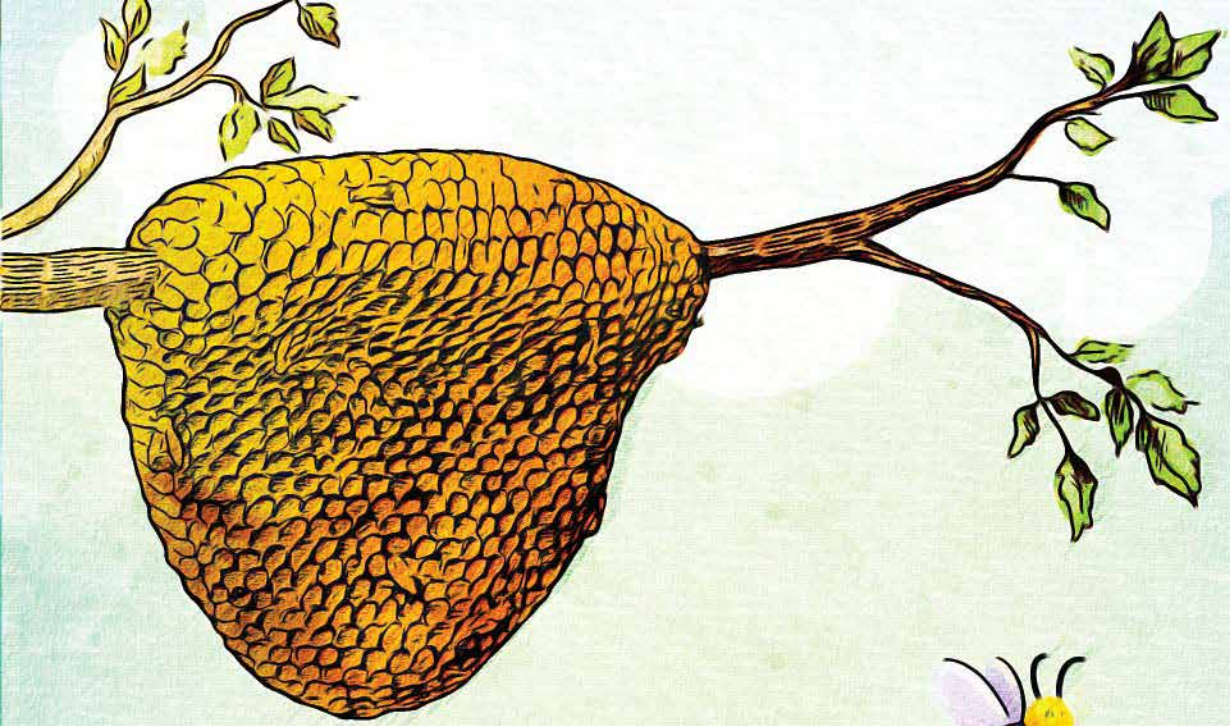

একদেশে ছিল বিশাল এক বন। সেই বনের এক উঁচু গাছের মগডালে মৌমাছিরা নতুন বাসা বেঁধেছে। মৌমাছিদের বাসাকে বলে মৌচাক।

মৌচাক বানানো শেষ করে এক মৌমাছি চারপাশটা ঘুরে দেখতে চাইল। নাম তার বুবু।

বুবু প্রথমে ওই গাছের এক শুঁয়োপোকার সাথে পরিচিত হলো। শুঁয়োপোকার নাম শুবু।

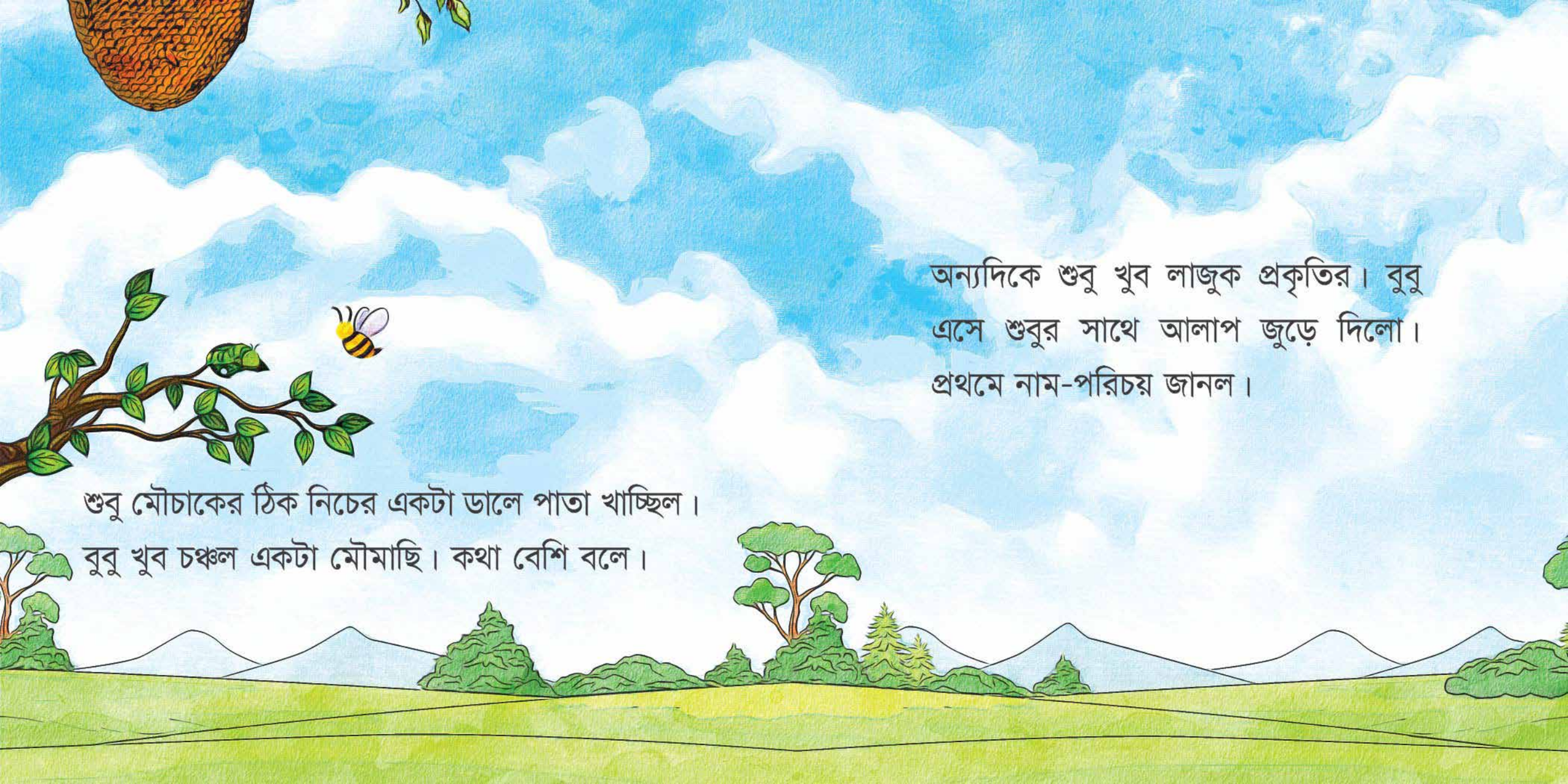

শুবু মৌচাকের ঠিক নিচের একটা ডালে পাতা খাচ্ছিল।
বুবু খুব চঞ্চল একটা মৌমাছি। কথা বেশি বলে।

অন্যদিকে শুবু খুব লাজুক প্রকৃতির। বুবু
এসে শুবুর সাথে আলাপ জুড়ে দিলো।
প্রথমে নাম-পরিচয় জানল।

আফসোস

ফাহাদ ইবনে ইলিয়াস

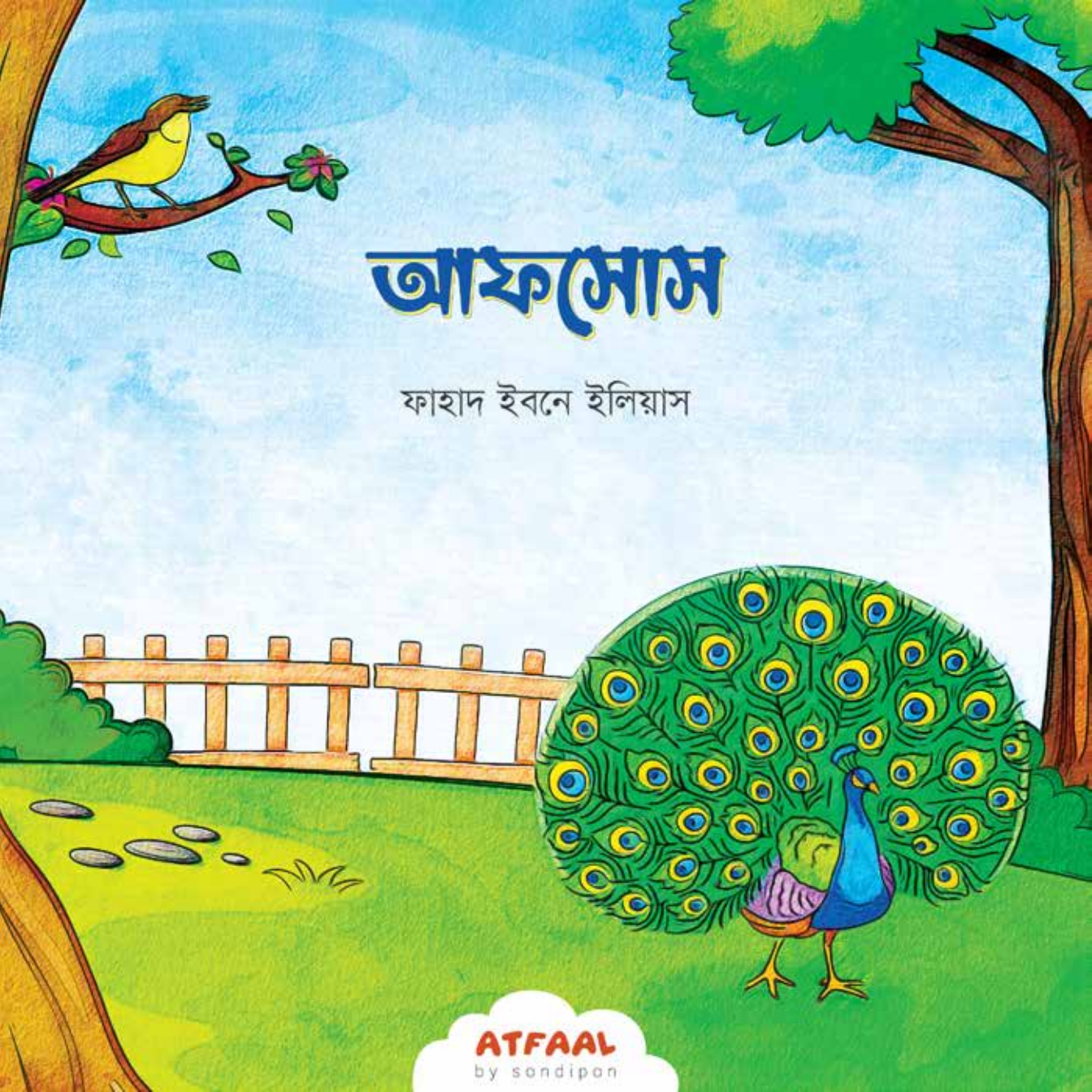

ATFAAL
by sondipon

কাক মন খারাপ করে ভাবতে থাকে, ‘ইস!
আমার যদি কোকিলের মতো সুন্দর কণ্ঠ হতো!

মন ভরে গান গাইতে পারতাম তাহলে।
নিজের গলার স্বরে নিজেই বিরক্ত হয়ে যাই।’

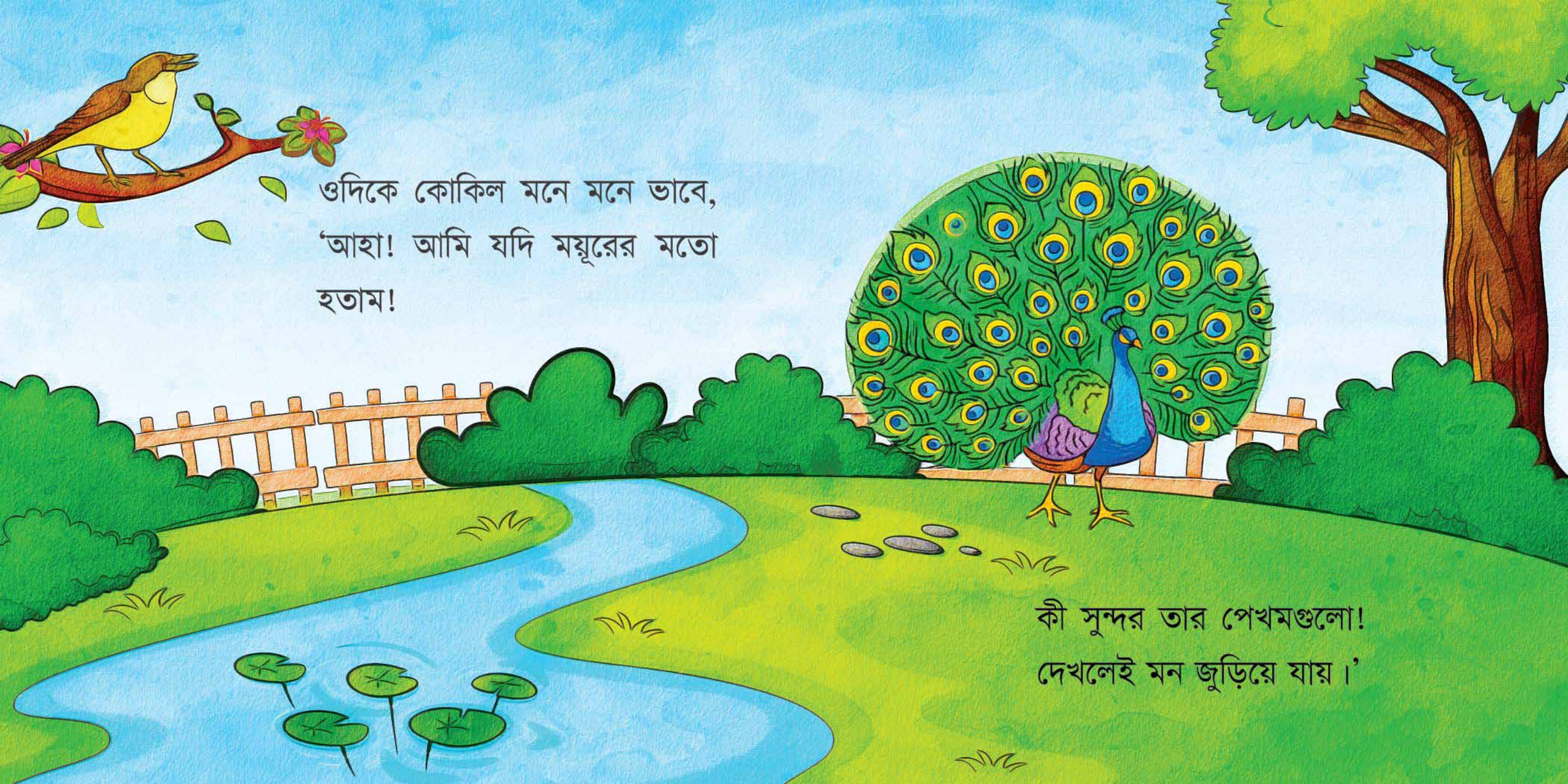
ওদিকে কোকিল মনে মনে ভাবে,
‘আহা! আমি যদি ময়ূরের মতো
হতাম!
কী সুন্দর তার পেখমগুলো!
দেখলেই মন জুড়িয়ে যায়।’

ময়ূর নদীর পাড়ে বসে বসে মাছের কথা চিন্তা করে,

‘মাছেদের কত মজা! সারাদিন টলটলে পানির মধ্যে তারা সাঁতার কাটতে পারে।’

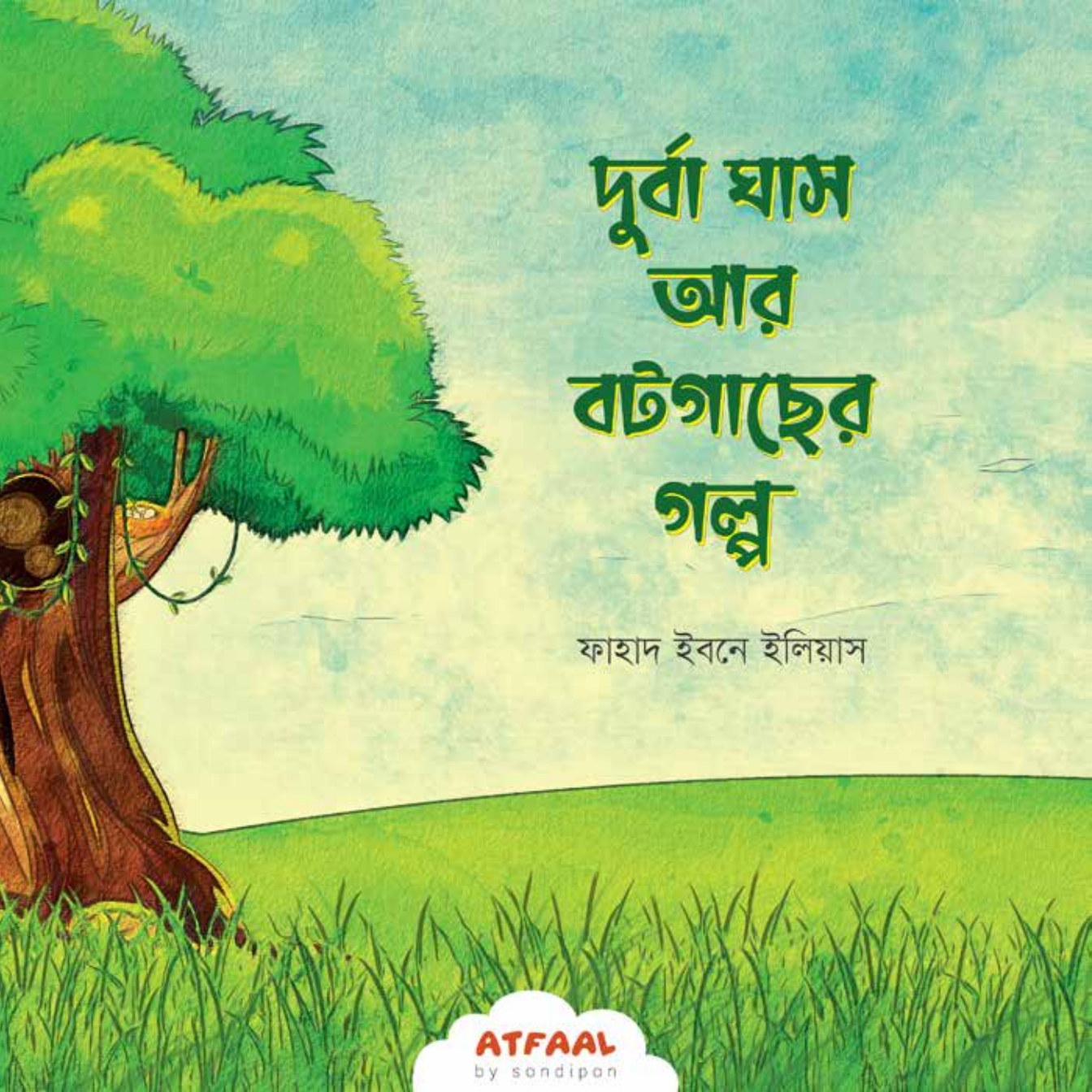
দুর্বা ঘাস
আর
বটগাছের
গল্প
ফাহাদ ইবনে ইলিয়াস
ATFAAL
by sondipon

মাঠের পাশেই বিশাল এক বটগাছ।
তার নিচে সবুজ চাদরের মতো
বিছিয়ে রয়েছে দূর্বাঘাস।

ঘাসের সাথে প্রতিদিন বটের কথা হয়। বটগাছের অনেক অহংকার। ঘাসকে ছোট করে কথা বলে খুব আনন্দ পায়।

ছোট ঘাস এমন বিশাল বটের কাছে পাত্তাই পায় না।

ঘাসকে বটগাছ বলে, ‘আহারে বেচারা ঘাস! তোমার তো দেখি কোনো দামই নেই। দেখো, গরু-ছাগল এসে তোমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। তোমার গায়ে গোবর ফেলে রাখে।

অথচ আমার কাছে এসে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকে। তোমার জীবনের কি কোনো মূল্য আছে, বলো?’

আয়নাবাজী

ফাহাদ ইবনে ইলিয়াস

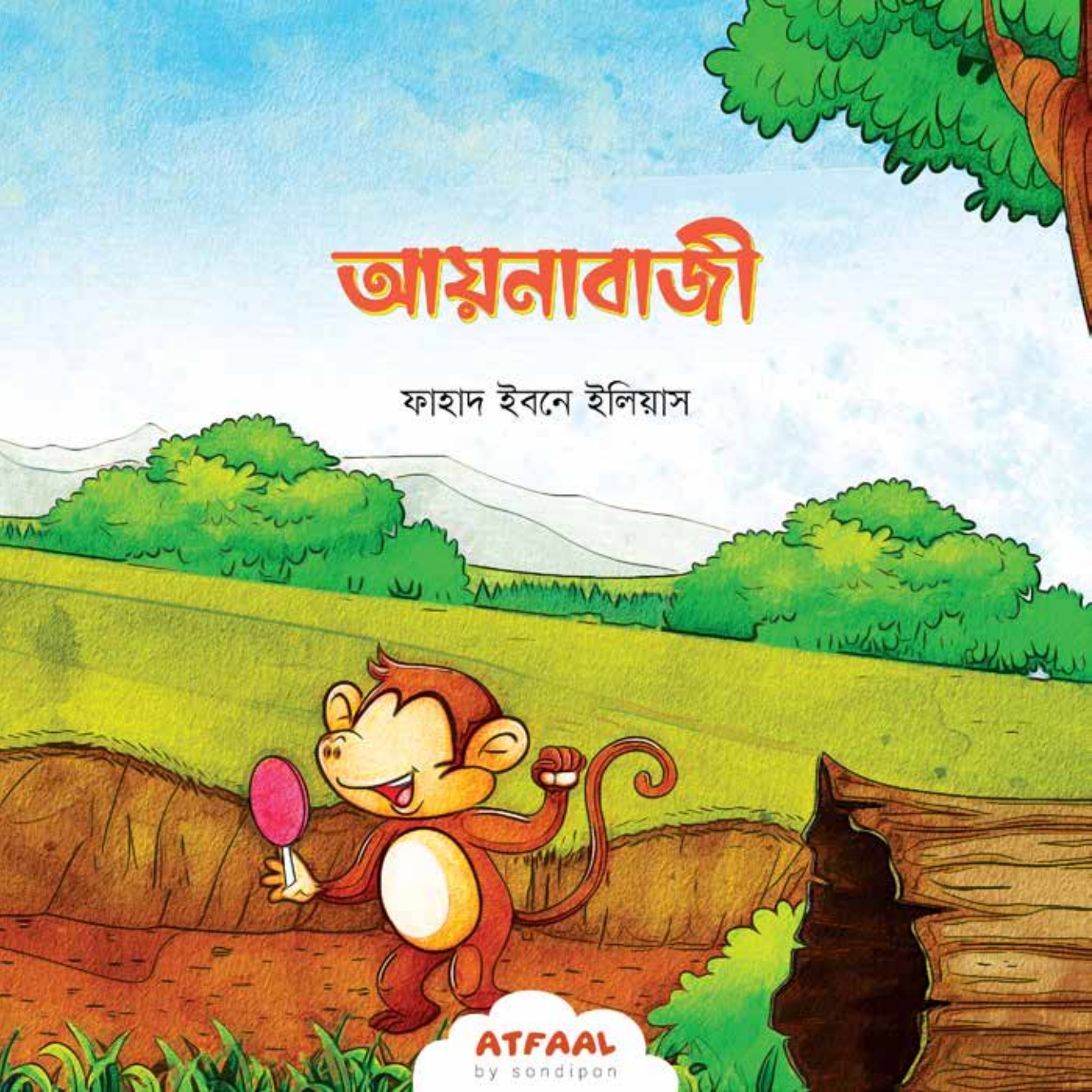

ATFAAL
by sondipon

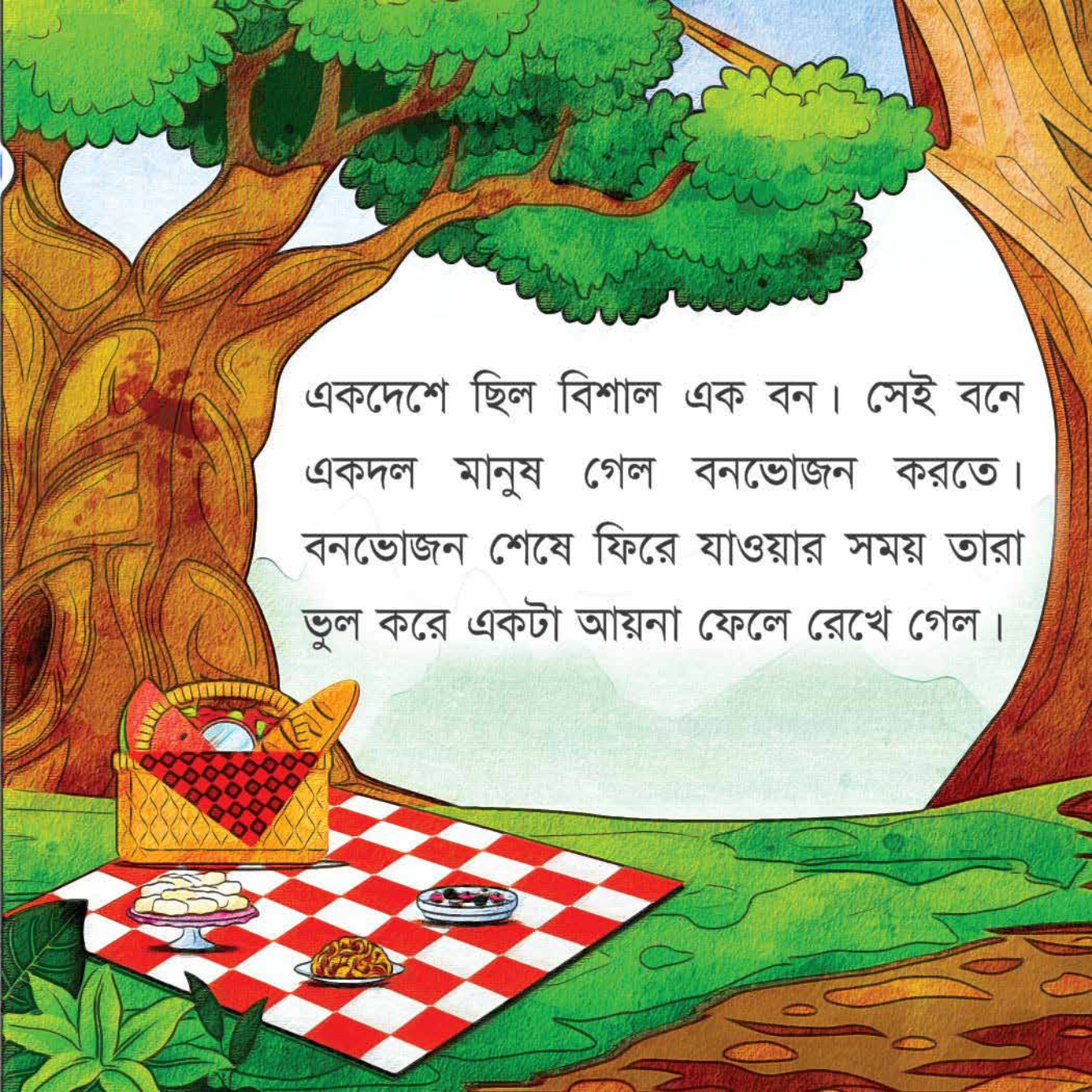

একদেশে ছিল বিশাল এক বন। সেই বনে একদল মানুষ গেল বনভোজন করতে। বনভোজন শেষে ফিরে যাওয়ার সময় তারা ভুল করে একটা আয়না ফেলে রেখে গেল।

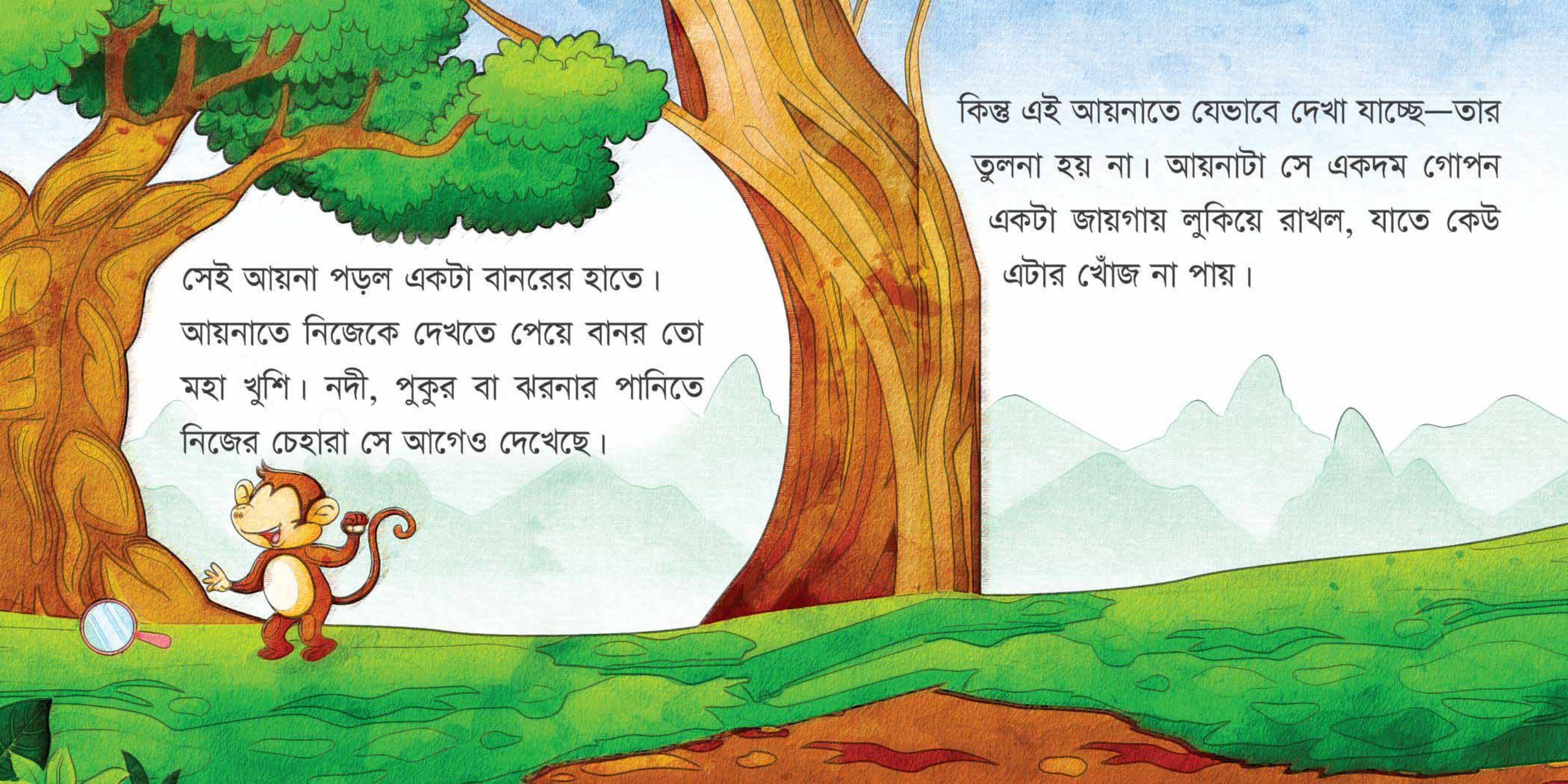

সেই আয়না পড়ল একটা বানরের হাতে। আয়নাতে নিজেকে দেখতে পেয়ে বানর তো মহা খুশি। নদী, পুকুর বা ঝরনার পানিতে নিজের চেহারা সে আগেও দেখেছে।

কিন্তু এই আয়নাতে যেভাবে দেখা যাচ্ছে—তার তুলনা হয় না। আয়নাটা সে একদম গোপন একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখল, যাতে কেউ এটার খোঁজ না পায়।

বানর প্রতিদিন সকালবেলা সেই আয়নাটা বের করে, নিজেকে ভালো করে দেখে। তারপর আবার সেটা লুকিয়ে রাখে। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর আয়নাটার ওপর ধুলোমাটি জমতে শুরু করে। বানরটা সেই আয়নাতে নিজেকে দেখে ভড়কে যেতে লাগল।

আয়নার ওপরে ময়লার কারণে বানরটা মনে করল, তার চেহারায় দাগ পড়ে যাচ্ছে। দুঃশ্চিন্তায় তার ঘুম চলে গেল। সে ভয় পেয়ে গেল। ভাবল, তার বুঝি কঠিন কোনো অসুখ হয়েছে।

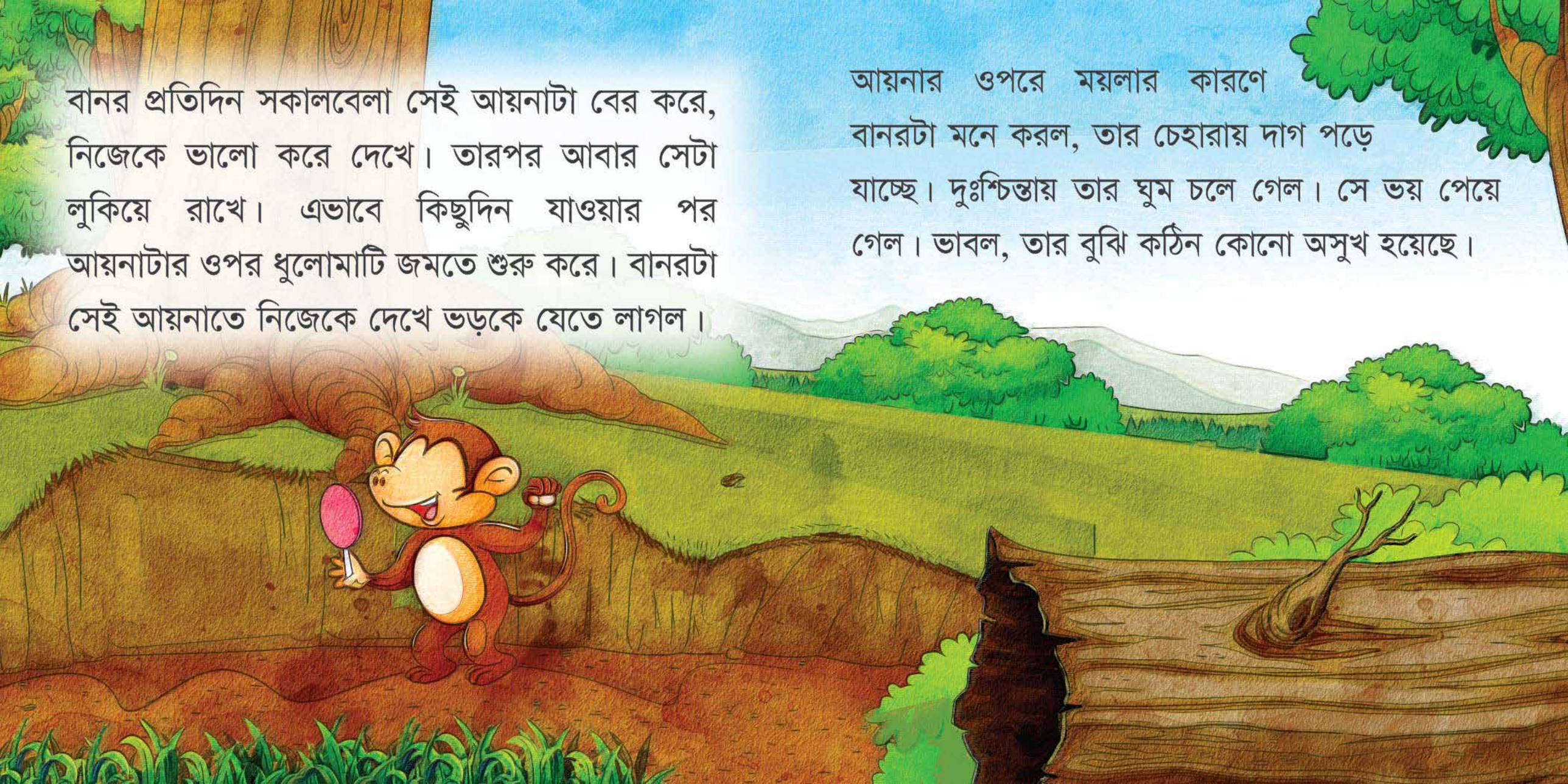

চড়ুই পাখির বড়াই

ফাহাদ ইবনে ইলিয়াস

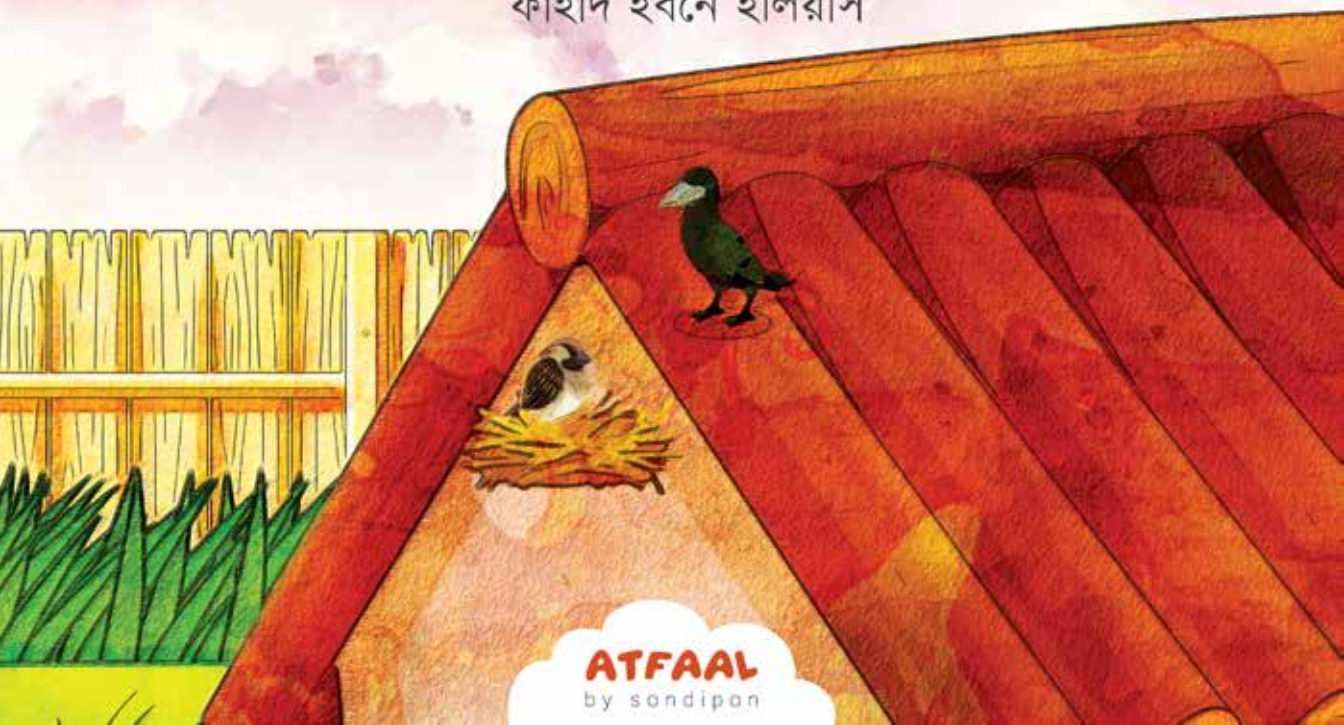

ATFAAL
by sondipon

শহরের এক বাড়ির ঘুলঘুলিতে বাস করত একটা চড়ুই পাখি। তার ছিল খুব অহংকার। পাকা বাড়িতে তার একটা জায়গা হয়েছে বলে অন্য কাউকে পাত্তাই দিত না।

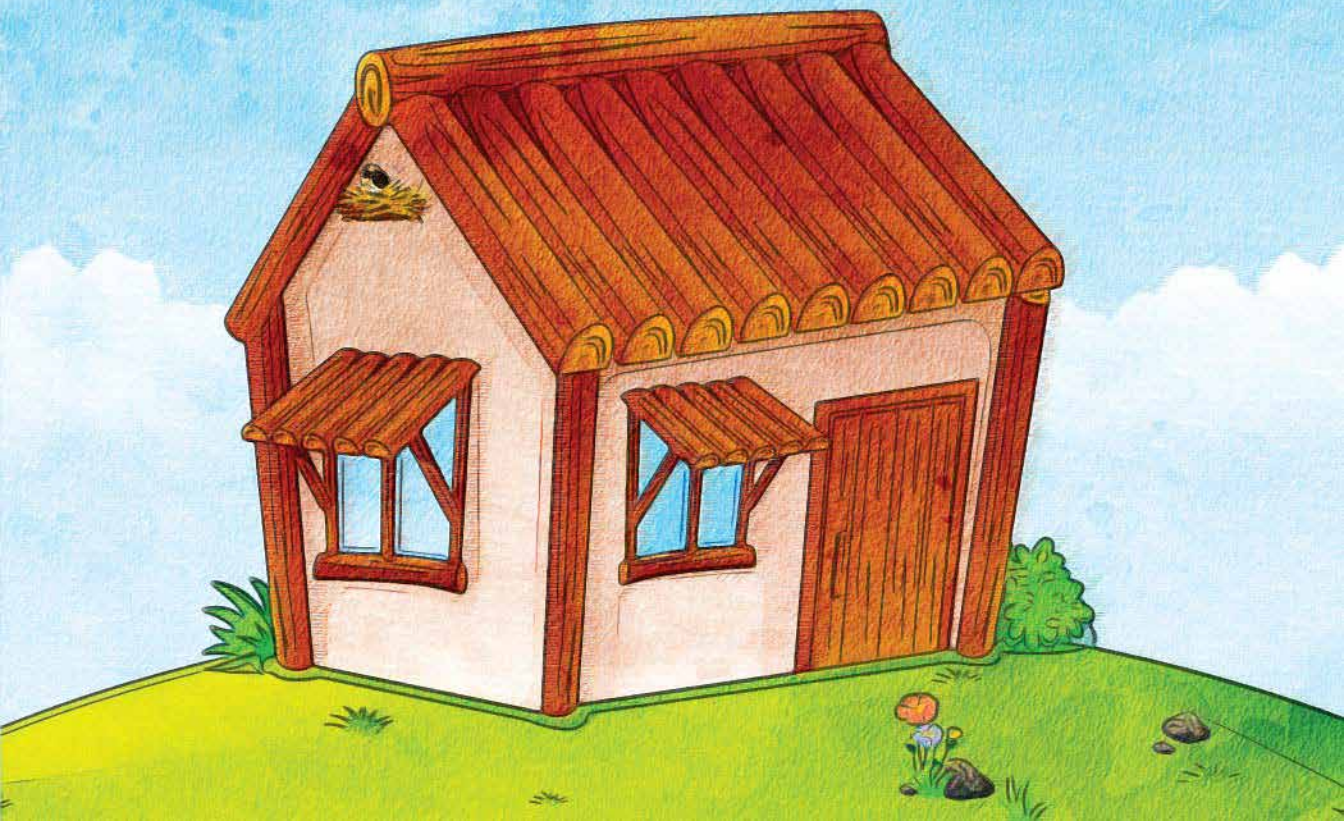

নিজের মতো করে একা একা থাকতে পছন্দ করত।
একদিন সকালে সেই বাড়ির ছাদে একটা কাক আসল।

চড়ুই পাখি কাককে দেখে নাক সিটকে বলল,
‘এই কাক, তুমি এখানে এসেছ কেন? আর
কোনো জায়গা নেই?’

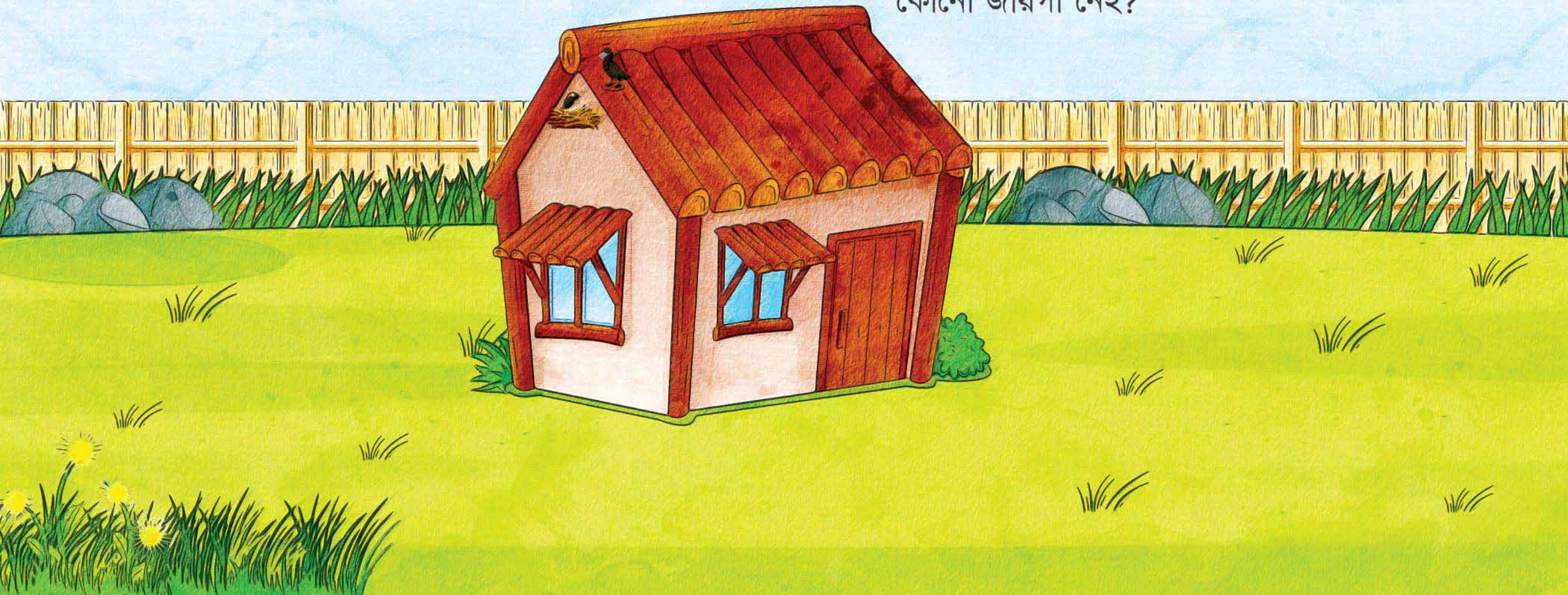

কাক তো অবাক। বলে কী এই চড়ুই! কাক রেগে গিয়ে বলল, ‘কেন? এখানে আসা কি মানা নাকি?

আমি যেখানে খুশি সেখানে আসব-যাব, তাতে তোমার কী?’

চড়ুই পাখি বলল, ‘তুমি সারাদিন ময়লা-আবর্জনা নিয়ে থাকো।

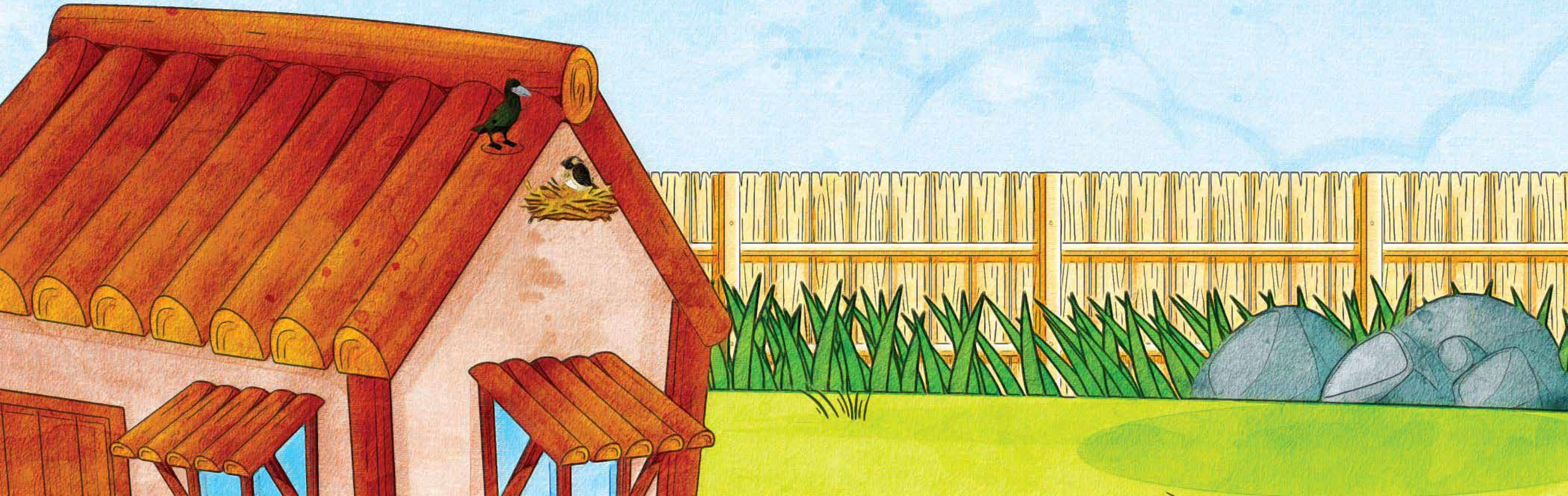

সাহায্য

ফাহাদ ইবনে ইলিয়াস

ATFAAL
by sondipon

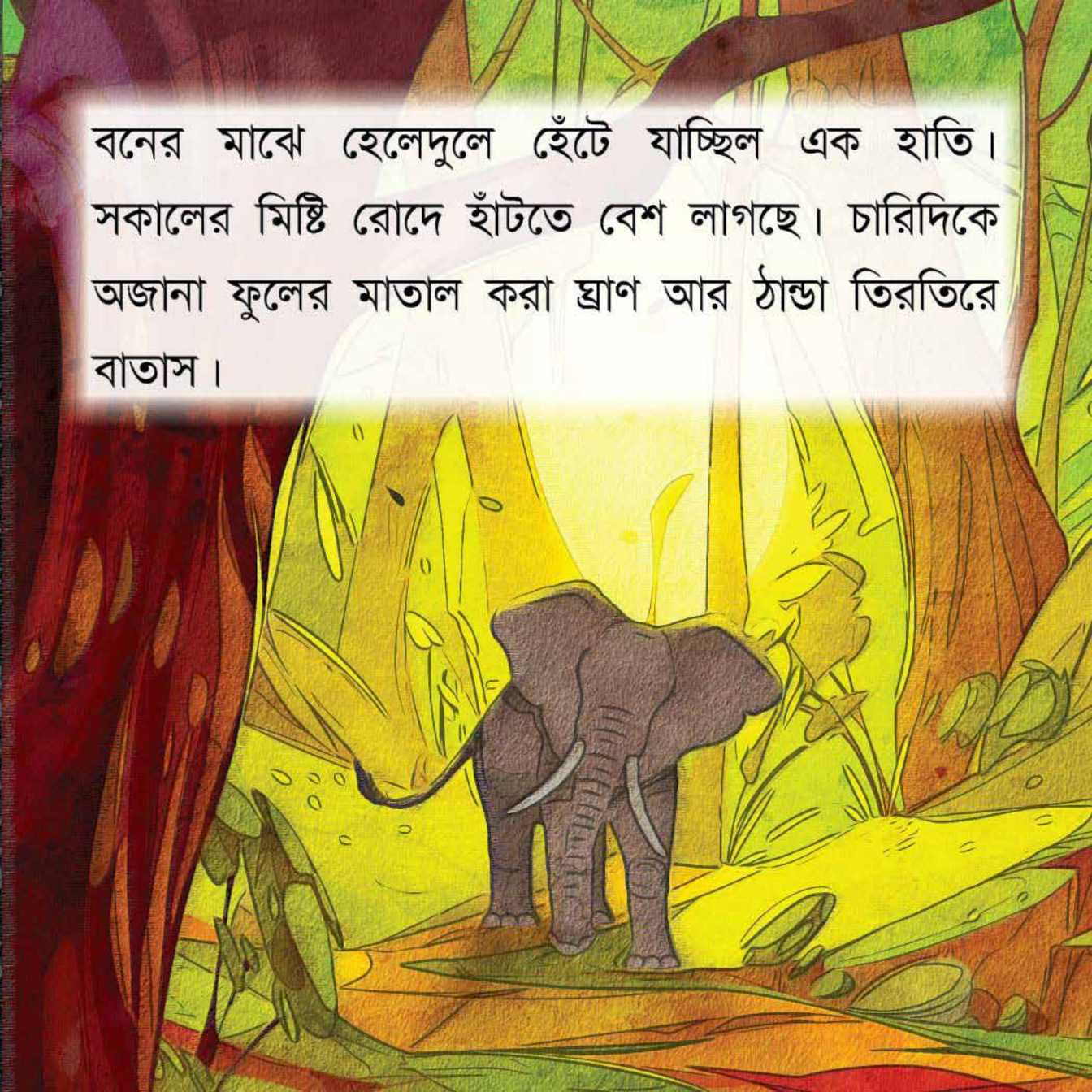

বনের মাঝে হেলেদুলে হেঁটে যাচ্ছিল এক হাতি। সকালের মিষ্টি রোদে হাঁটতে বেশ লাগছে। চারিদিকে অজানা ফুলের মাতাল করা ঘ্রাণ আর ঠান্ডা তিরতিরে বাতাস।

এমন সময় চোখের সামনে অদ্ভুত সুন্দর এক প্রজাপতি উড়ে বেড়াতে লাগল। প্রজাপতিটার পাখা একেক সময় একেক রং ধারণ করছে। হাতি অবাক হয়ে প্রজাপতির পিছু নেয়া শুরু করল।

ওই তো একটা গাছের ডালে বসেছে সে। যেই না প্রজাপতিটাকে কাছ থেকে দেখতে যাবে, অমনি হাতিটা একটা বড় গর্তে পড়ে গেল।

গর্তটা বেশ বড় আর গভীর। হাতি অনেক চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই উঠতে পারছে না।

অবশেষে হাল ছেড়ে দিলো সে। কারও সাহায্য ছাড়া এখান থেকে ওঠা অসম্ভব। নিজের ওপর বিরক্ত লাগছে। কোনো কিছুর পেছনে এত মোহ নিয়ে ছোটা ঠিক না। এখন এসব ভেবে আর কী হবে।

হাতি সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, আর আল্লাহর নিকট দুআ করতে লাগল। কিছু সময় পর গর্তের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল একটা হরিণ। হরিণকে দেখে হাতি চ্যাঁচিয়ে ওঠল, 'হরিণ ভাইয়া, আমাকে একটু সাহায্য করবে?